আজকের কাগজ

তারিখ 01 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ই. বি. তে আবার শিবিরের নারকীয় সন্ত্রাস ।। পরীক্ষা ভণ্ডুল ছাত্রদল কর্মি গুরুতর জখম

☐ ৮ শিবির সন্ত্রাসী গ্রেফতার ☐ আহত ২৩

কুষ্টিয়া থেকে শাহ আরিফ নিশির ঃ গতকাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির আবার নারকীয় সন্ত্রাস চালিয়েছে। ঘাতক শিবির চক্রের সন্ত্রাসে ৮ জন পুলিশ সদস্যসহ প্রায় ২৩ জন জখম হয়েছে। শিবিরের হাতে গুরুতর আহত ছাত্রদল কর্মি মোখলেছুর রহমানকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সন্ত্রাসের দায়ে ৮ জন শিবির কর্মিকে গ্রেফতার করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, গত পরশু শনিবার শিবির ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনের ধর্মঘট ডাকে। কিন্তু গতকাল সকালে শেষ পর্বের পরীক্ষার জন্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে জরো হলে ঘাতক শিবির চক্র বহিরাগতদের সহায়তায় ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় ক্ষমতাসীন বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কর্মি মোখলেসকে দেখতে পেয়ে শিবির কর্মিরা তাকে তাড়া করে ধরে ফেলে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে গুরুতর জখম করে। এ সময় শিবির সন্ত্রাসীরা বিএনপি ও ছাত্রদল বিরোধী শ্লোগান দেয়। শিবির কর্মিরা এ সময় উপর্যপুরি বেশ কয়েক দফা ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়।

শিবিরের এ সন্ত্রাসী তৎপরতায় গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি বিভাগের নির্ধারিত সব পরীক্ষা ভন্ডুল হয়ে যায়। শিবির আগে থেকেই দু'টি হল দখল করে রাখায় ক্যাম্পাসে ছাত্রদের উপস্থিতি কম থাকলেও পরীক্ষা দেয়ার জন্যে গতকাল বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে আসে। কিন্তু ছাত্ররা শিবির ক্যাডারদের বাধার মুখে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারেনি। এক পর্যায়ে ছাত্রদের সঙ্গে শিবির ক্যাডারদের সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। শিবিরের উস্কানিমূলক শ্লোগানে ক্যাম্পাসে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়।

পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে বানচাল হয়ে যাবার পর পুলিশ হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিবিরের উস্কানিমূলক মিছিলে লাঠিচার্জ করে। এ সময় পুলিশ ও শিবির কর্মিদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ২৩ জন আহত হয়। আহদের মধ্যে বদিউজ্জামান ও মোখলেসুর রহমানের অবস্থা গুরুতর। পুলিশ ৮ জন শিবির ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল হান্নান, মহিউদ্দিন, সেলিম আল-মামুন, হোসেন সাঈদিন, কবির হোসেন, আব্দুস সাত্তার এবং তবিবুর রহমান।

পুলিশ যখন গ্রেফতারকৃতদের নিয়ে যাচ্ছিলো তখন শিবির ক্যাডাররা পুলিশ যানটিকে বাধা দেয়ার চেষ্টা চালায়। এ সময় পুলিশ চার রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে বলে ইউএনবি সূত্রে জানা গেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।